সুদ

সমস্যা ও সমাধান

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার

সুদ

সমস্যা ও সমাধান

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

সুদ : সমস্যা ও সমাধান
মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার

বি আই এল আর এল এ সি-৩৭

ISBN : 978-984-96139-6-1

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রথম সংস্করণ : মে ২০২৪

© লেখক

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
শহীদুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

অলংকরণ
আলমগীর হোসাইন

প্রচ্ছদ
আকাশ

মুদ্রণ
রাইয়ান প্রিন্টার্স

দাম : ৩০০ টাকা US$ 10

SUD : SOMOSSA O SOMADHAN (Interest: Problems and Solutions), Written by Muhammad Rahmatullah Khandaker, Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Raiyan Printers, Dhaka, Price Tk. 300, US $ 10

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার বিরচিত 'সুদ: সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক বইটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি। ইসলামে সুদ হারাম-একথা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই জানেন। কিন্তু সুদের ব্যাপ্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে অনেকের সম্যক ধারণা নেই। সেই সাথে সুদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এমনকি শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও রয়েছে বিভ্রান্তি। ফলে বিপুল সংখ্যক মুসলমান জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সুদের অক্টোপাসে আবদ্ধ। অথচ কুরআনুল কারীম ও হাদীসে রয়েছে সুদ সম্পর্কে কঠোর সর্তকবাণী।

আল্লাহ্‌র হুকুম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনার আলোকে একজন ইসলামী ব্যাংকার হিসেবে মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার এ গ্রন্থে সুদ-এর ভয়াবহতা, বিভ্রান্তি ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন।

বাংলাভাষীদের জন্য গ্রন্থটি অনন্য সংযোজন। এ গ্রন্থ পাঠে সুদ সম্পর্কিত সকল বিভ্রান্তি এবং এর ভয়াবহতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে জানা যাবে। জাগতিক ও পারলৌকিক উভয়জগতের কল্যাণের জন্য মুসলমানমাত্রই সুদ সম্পর্কে জানা জরুরী।

মুসলমান হিসেবে ঈমানী দায়িত্ববোধ থেকে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার'-এ গ্রন্থ প্রকাশ করছে। প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য প্রকাশনার মতো এটিও পাঠকমহলে আদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

মহান আল্লাহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ও বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে সুদ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

শহীদুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি ও এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি'র প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান/মেম্বার ও অভিজ্ঞ ব্যাংকার

জনাব মুঃ ফরীদ উদ্‌দীন আহ্‌মাদ-এর
অভিমত

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার রচিত 'সুদ : সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক গ্রন্থটি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। শ্রমসাধ্য এ কাজটি করার ক্ষেত্রে লেখকের পেশাদারি অবদানের জন্য তাকে আন্তরিক মোবারকবাদ।

ফরয ইবাদতসমূহের পরেই হালাল জীবিকা অর্জন করাও একটি ফরয। এ ক্ষেত্রে ইসলাম কিছু বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর্থিক লেনদেনে সততা, স্বচ্ছতা, অঙ্গীকার পূরণ করা, যাকাত দেওয়া, ভালো সেবা প্রদান করার ওপর ইসলামী শরী'আহ্‌ ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছে। বিপরীতে সুদ, জুয়া, ধোঁকা, প্রতারণা, মজুতদারি, খাদ্যে ভেজাল মেশানো, মাপে কম দেওয়া, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি করা ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। বিশেষ করে সুদের ব্যাপারে ইসলামে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে।

প্রধান প্রধান ধর্ম এবং প্রখ্যাত দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও গবেষকগণ সুদের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তারা সুদের বিকল্প সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেননি। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও সুন্নাহতে সুদের বিকল্প কী হতে পারে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। যেমন সুদ নিষিদ্ধ-সংক্রান্ত আয়াতেই এর বিকল্প হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যের উল্লেখ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সুদ নয় বরং ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যেই অর্থনৈতিক কল্যাণ রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই সম্পদ অর্জনের বৈধ মাধ্যম হিসেবে কেনাবেচা একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। কেনাবেচার মাধ্যমে প্রকৃত সম্পদের হাতবদল ঘটে, যা যুৎসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে সহায়ক।

অন্য দিকে সুদভিত্তিক লেনদেন পদ্ধতি সকল অনর্থের মূল। সুদ অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দা সৃষ্টির প্রধান উপাদান। সুদ ও সুদের হারের বদৌলতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পব্যবস্থা স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতিতে চলার পরিবর্তে মন্দার চক্রে পড়ে যায়। ফলে তা বারবার অর্থনৈতিক সংকট ও বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত হয়। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো ইসলামী অর্থনীতির চিরন্তন নীতি-আদর্শ অনুসরণ ও ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের মোড ও পদ্ধতি অনুশীলন করা।

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার 'সুদ : সমস্যা ও সমাধান' গ্রন্থে ১৩টি অধ্যায়ে ভাগ করে তার আলোচনা বিন্যস্ত করেছেন। আলোচনার বিষয়গুলো হলো রিবা বা সুদের ধারণা, রিবার প্রকারভেদ, রিবার 'ইল্লত' বা কারণ, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে রিবা, রিবার হুকুম বা বিধান, অন্যান্য ধর্ম, মতবাদ ও সংস্কৃতিতে সুদ, সুদের ইতিহাস, রিবা নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা, রিবা এর কুফল, রিবহ বা মুনাফা, সুদ হারাম বিতর্ক : যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি, অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণ, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের কৌশলসমূহ।

সুদের আলোচনায় সবচেয়ে জটিল বিষয় হলো এর ইল্লত সম্পর্কিত আলোচনা। এ গ্রন্থে তিনি প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের দৃষ্টিতে সুদের ইল্লতগুলো কি তা ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে সহজ-সরলভাবে তুলে ধরেছেন। শরী'আহ বিশেষজ্ঞগণের পাশপাশি সাধারণ পাঠকও তা থেকে উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

ইতোমধ্যে সুদের ওপর বাংলা ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু এ গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য হলো টেকসই, স্থিতিশীল ও কল্যাণধর্মী অর্থনীতি বিনির্মাণে সুদের বিকল্প হিসেবে ইসলামের চিরন্তন কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করা। কাজটি জটিল ও কষ্টকর হলেও মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার এ কঠিন কাজে নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

গভীরতার দিক থেকে বইটি খুবই সমৃদ্ধ। এর ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল। বইটির বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠক, শিক্ষার্থী, পেশাদার ব্যাংকার ও গবেষকদের অনুসন্ধিৎসুতা ও প্রয়োজন মেটাবে বলে আমি মনে করি। এ গ্রন্থের বহুল পাঠকপ্রিয়তা এবং জ্ঞান-গবেষণার জগতে গ্রন্থকারের অব্যাহত অগ্রযাত্রার জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করি।

(মুঃ ফরীদ উদ্‌দীন আহ্‌মাদ)
তারিখ: ১৭.০২.২০২৪

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা মহামহিম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের জন্য এবং সালাত ও সালাম নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যাকে বিশ্বজাহানের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহ্তে সুস্পষ্ট ভাষায় সুদ হারাম করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ কঠিন গুনাহ্র কাজ। সুদ পরিহার না করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। আলেম-উলামা, ফকিহ, মুজতাহিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামী অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও গবেষকগণ সুদকে মানবতার জন্য একটি বড় অভিশাপরূপে চিহ্নিত করেছেন। আধুনিক অর্থনীতিতেও সুদ একটি বড় সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সামাজিক অস্থিরতার মূলেও রয়েছে সুদের কুপ্রভাব।

কুরআন-সুন্নাহতে সুদকে মানুষের জন্য অকল্যাণকর উল্লেখ করে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সেসব লোককে চাবুক মেরে উঠিয়ে দিতেন, যারা রিবা-সংক্রান্ত বিধি-বিধান না শিখেই বাজারে বসে যেত। তিনি বলতেন, 'সুদি কারবার-সংক্রান্ত বিধি-বিধান না জেনে আমাদের বাজারে কেউ ব্যবসায় বসতে পারবে না।'

পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব তাওরাত ও ইনজিলেও সুদকে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করা হয়েছে। সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতো প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এবং হিন্দু ও ইহুদি সংস্কারকগণও সুদি কারবারের নিন্দা করেছেন।

ইসলাম সব ধরনের সুদকেই নিষিদ্ধ করেছে। সুদের হার বেশি হোক বা কম হোক, চক্রবৃদ্ধি হোক বা সরল–সব সুদই হারাম। কিন্তু এরপরও কিছু বিতার্কিক বলেন যে, কুরআনে যে রিবা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা হলো মহাজনি সুদ, ব্যাংকিং সুদ নয়।

এ গ্রন্থে রিবার পরিচিতি, ধরন, প্রকরণ, ইল্লত, কুফল ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে যারা ব্যাংকিং বা বাণিজ্যিক সুদকে হারাম মনে করেন না। সুদেও তো কিছু সমৃদ্ধি রয়েছে তা হলে মহান আল্লাহ কেন এটিকে হারাম করলেন-এ প্রশ্ন সামনে রেখে সুদের কুফল ও তা নিষিদ্ধের হিকমত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং ইতোমধ্যে একটি উন্নততর, টেকসই ও সম্ভাবনাময় ব্যবস্থা হিসেবে সারা বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সমালোচকেরা এর কার্যক্রম শরী'আহসম্মত কি না–তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে দ্বিধাবোধ করছেন না। তাদের দ্বিধা-সংশয় কাটাতে এ গ্রন্থে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

সুদিভিত্তিক অর্থব্যবস্থার গোড়ার গলদ কী, কেন অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়, মহামন্দায় আক্রান্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হয় সাধারণ মানুষ-এসবের কারণ বিশ্লেষণ করে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে এ গ্রন্থের শেষ দুটি অধ্যায়ে।

শরী'আহ বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, গবেষক, ছাত্র, শিক্ষক, আলেম ও ইমামসহ সকল স্তরের সুধীজন গ্রন্থটি পাঠ করে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে মানবিক দুর্বলতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি অগোচরে থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোনো ভুল-ত্রুটি কারো নজরে এলে আমাকে তা অবগত করা হলে কৃতজ্ঞ হবো। গ্রন্থটির ব্যাপারে সকলের সুচিন্তিত অভিমত সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটি সুসম্পাদনার ক্ষেত্রে যারা সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সর্বোপরি বইটি প্রকাশ ও পাঠকের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়ায় বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। তাঁর সন্তুষ্টিই আমাদের একান্ত কাম্য।

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার

rahmatullah1066@gmail.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : রিবা বা সুদের ধারণা # ১৭

১. রিবার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ.....১৭
২. রিবার পারিভাষিক অর্থ.....১৮
২.১ হানাফি মাযহাবে রিবার সংজ্ঞা.....১৯
২.২ হাম্বলি মাযহাবে রিবার সংজ্ঞা.....১৯
২.৩ কানযুদ্দাকায়েক.....১৯
২.৪ বুরহানুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর আল-মারগিনানি.....১৯
২.৫ আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া.....১৯
২.৬ আবু বকর আল-জাস্‌সাস.....১৯
২.৭ আব্দুর রহমান আল-জাযিরি.....২০
২.৮ ইবনে আরাবি.....২০
২.৯ ড. এম. উমর চাপরা.....২০
২.১০ পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শরী'আহ আপিলেট বেঞ্চের রায়.....২০
৩. অন্যান্য ভাষায় রিবার প্রতিশব্দ.....২১
৪. রিবার মূলনীতি.....২২

দ্বিতীয় অধ্যায় : রিবার প্রকারভেদ # ২৪

১. রিবার প্রকারভেদ.....২৪
২. রিবা আন-নাসিয়াহ্‌.....২৪
২.১ রিবা আন-নাসিয়াহ্‌র শাব্দিক অর্থ.....২৪
২.২ রিবা আন-নাসিয়াহ্‌র পারিভাষিক অর্থ.....২৫
২.৩ রিবা আন-নাসিয়াহ্‌র বৈশিষ্ট্য.....২৫
৩. ঋণের অতিরিক্ত গ্রহণে রিবা আন-নাসিয়াহ্‌.....২৫
৪. শর্তহীনভাবে ঋণের অতিরিক্ত রিবা নয়.....২৬
৫. রিবা আন-নাসিয়াহ্‌র প্রায়োগিক উদাহরণ.....২৮
৫.১ অর্থ ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত গ্রহণে রিবা আন-নাসিয়াহ্‌.....২৯
৫.২ পণ্য ধার দিয়ে অতিরিক্ত গ্রহণে রিবা আন-নাসিয়াহ্‌.....২৯
৫.৩ ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে অতিরিক্ত গ্রহণে রিবা.....২৯
৫.৪ ঋণচুক্তির সাথে বিক্রয় চুক্তির শর্তারোপ.....৩০
৬. রিবা আন-নাসিয়াহ্‌র প্রকারভেদ.....৩১
৬.১ রিবা আল-করদ : ঋণের সুদ.....৩১
৬.২ রিবা আদ-দাইন : দেনার ওপরে সুদ.....৩২
৭. রিবা আল-জাহিলিয়্যাহ : জাহিলি যুগে প্রচলিত রিবা.....৩২
৭.১ ঋণের ওপর শর্তসাপেক্ষে অতিরিক্ত গ্রহণ.....৩৩
৭.২ ঋণের মেয়াদ বাড়ানোর মাধ্যমে রিবা.....৩৩

৭.৩ পণ্যের মূল্য পরিশোধের মেয়াদ বাড়ানোর বিনিময়ে সুদ.....৩৩
৮. রিবা আল-বুয়ু : ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ.....৩৪
৯. রিবা আল-বুয়ুর প্রকারভেদ.....৩৬
৯.১ রিবা আল-ফদল : বিনিময়ে অতিরিক্ত হওয়ার সুদ.....৩৬
১০. শাফেয়িদের মতে ক্রয়-বিক্রয়ে রিবার প্রকার.....৩৮
১১. রিবা আল-ফদলের উদাহরণ.....৩৯
১১.১ সমজাতীয় মুদ্রা বিনিময়ে রিবা আল-ফদল.....৩৯
১১.২ সমজাতীয় পণ্য বিনিময়ে রিবা আল-ফদল.....৩৯
১১.৩ অসমজাতীয় পণ্য কেনাবেচায় রিবা আল-ফদল.....৩৯
১২. বিরা আল-ফদল সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন রূপ.....৪০
১৩. রিবা আন-নাসা : বাকি লেনদেনে রিবা.....৪২

তৃতীয় অধ্যায় : রিবার 'ইল্লত' বা কারণ # ৪৪

১. রিবার 'ইল্লত' বা কারণ.....৪৪
২. হানাফি মাযহাবে রিবার ইল্লত বা কারণ.....৪৫
২.১ রিবা আল-ফদলের ইল্লত.....৪৫
২.২ রিবা আন-নাসিয়াহ্‌র ইল্লত.....৪৬
৩. ইল্লতের প্রায়োগিক দিক.....৪৭
৪. মালেকি মাযহাবে রিবার ইল্লত.....৪৮
৫. শাফেয়ি মাযহাবে রিবার ইল্লত.....৪৯
৬. হাম্বলি মাযহাবে রিবার ইল্লত.....৪৯
৭. যে পরিমাণের মধ্যে রিবা হয়.....৫০
৮. জিন্‌স বা জাত এক হওয়ার অর্থ.....৫১
৯. সুদি পণ্যের মানদণ্ড নির্ধারণে প্রচলনের প্রভাব.....৫২
১০. উৎকৃষ্ট ও নিম্নমানের মাল.....৫৪
১১. ইল্লতের দিক থেকে রিবা আল-ফদলের প্রকার.....৫৯
১২. রিবা-সংক্রান্ত সমকালীন কতিপয় লেনদেন.....৬০
১২.১. ঋণের ওপর সার্ভিসচার্জ আদায়ে রিবা.....৬০
১২.২. কাগুজে মুদ্রা বিনিময়ে রিবা.....৬০
১২.৩. ফরেক্সের মাধ্যমে মুদ্রার ব্যবসায় রিবা.....৬২
১২.৪ ব্যবহৃত স্বর্ণ দিয়ে নতুন স্বর্ণ বিনিময়ের ক্ষেত্রে রিবা.....৬৩
১২.৫ বাকিতে স্বর্ণ বা রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয়ে রিবা.....৬৪
১২.৬. ধানের বিনিময়ে ধান ক্রয়-বিক্রয়ে রিবা.....৬৫
১২.৭. বাণিজ্যিক পত্র বাট্টাকরণের ক্ষেত্রে রিবা.....৬৫
১২.৮. বাই-মুরাবাহার ক্ষেত্রে রিবা.....৬৭
১২.৯. বাই সালামের ক্ষেত্রে রিবা.....৬৭
১২.১০. শেয়ার কেনাবেচায় রিবা.....৬৮

চতুর্থ অধ্যায় : কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে রিবা # ৬৯

১. আল-কুরআনের দৃষ্টিতে রিবা.....৬৯
২. প্রথম ধাপ : সুদে ধনসম্পদ বাড়ে না কিন্তু যাকাতে বাড়ে.....৬৯
৩. দ্বিতীয় ধাপ : সুদের কারণে ইহুদি জাতির শাস্তি..... ৭৪
৪. তৃতীয় ধাপ : চক্রবৃদ্ধি সুদ হারাম.....৭৬
৫. চতুর্থ ধাপ : ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল আর সুদ হারাম.....৭৮
৫.১ প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা.....৭৯
৫.২ সুদ খাওয়ার অর্থ..... ৭৯
৫.৩ সুদখোর বুদ্ধিভ্রষ্ট পাগল.....৮০
৫.৪ ক্রয়-বিক্রয় হালাল, সুদ হারাম.....৮০
৫.৫ সুদখোরদের শাস্তির কারণ.....৮১
৫.৬ সুদখোরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রাসুলের যুদ্ধ ঘোষণা.....৮২
৬. কখন থেকে সুদ হারাম হয়েছে.....৮৫
৭. আল-কুরআনের দৃষ্টিতে রিবার ভয়াবহ পরিণাম..... ৮৭
৮. সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে রিবা বা সুদ..... ৮৭
৮.১ সুদের দাতা-গ্রহীতা, লেখক ও সাক্ষী সকলের ওপর অভিসম্পাত..... ৮৭
৮.২ সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বিরত থাকার নির্দেশ..... ৮৮
৮.৩ সুদ গ্রহণের ভয়াবহ পরিণাম..... ৮৮
৮.৪ সুদের ব্যাপকতা সম্পর্কে রাসুলের ভবিষৎ বাণী..... ৮৯
৮.৫ সুদের প্রচলন দুর্ভিক্ষের কারণ..... ৮৯
৮.৬ সুদখোরের পেট সাপের গর্ত.....৮৯
৮.৭ সুদখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না..... ৮৯
৮.৮ সুদে বরকত নেই..... ৯০
৮.৯ রিবা আল-ফদল (মুদ্রা ও পণ্য বিনিময়ে সুদ).....৯০
৮.১০ রিবা আল-ফদল (খাদ্য বিনিময়ে সুদ).....৯০
৮.১১ জাহিলি যুগে প্রচলিত সুদ.....৯১
৮.১২ জাহিলি যুগের সকল সুদ নিষিদ্ধ.....৯১
৮.১৩ পাওনার অতিরিক্ত সামান্য পরিমাণ হাদিয়া গ্রহণও রিবা.....৯১
৮.১৪ বাকি বিক্রয়ে রিবা.....৯২
৮.১৫ রিবার শাখা-প্রশাখার বিধান.....৯২

পঞ্চম অধ্যায় : রিবার হুকুম বা বিধান # ৯৩

১. রিবার হুকুম বা বিধান.....৯৩
১.১ আল-কুরআন.....৯৩
১.২ আস-সুন্নাহ. ৯৩
১.৩ সুদ হারাম : মুসলিম উম্মাহ্‌র ইজমা. ৯৪
২. রিবা নিষিদ্ধের ব্যাপারে সাহাবি ও তাবেয়িগণের দৃষ্টিভঙ্গি..... ৯৬
৩. ব্যাংকিং সুদ হারাম কি না? ৯৭
৩.১ ব্যাংকসুদকে বৈধতা দানকারীদের সংশয়..... ৯৯

৩.২ সুদি ব্যাংকে লেনদেনের বিধান..... ১০৪
৩.৩ ইসলামী ব্যাংকে লেনদেন কি হালাল?.....১০৫
৩.৪ ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যাবলি..... ১০৬
৩.৫ বাই মুরাবাহা সুদের সংশয় থেকে মুক্ত কি না?.....১১২
৩.৬ মুসলিমদের সম্পদ অমুসলিম দেশের ব্যাংকে রাখা..... ১১৯
৩.৭ অমুসলিম দেশের ব্যাংক থেকে অর্জিত রিবা কি বৈধ.....১২০

ষষ্ঠ অধ্যায় : সুদের ইতিহাস # ১২২

১. মেসোপটেমিয়ায় সুদ.....১২২
২. গ্রিসে সুদের প্রচলন.....১২২
৩. রোমে সুদ.....১২৩
৪. প্রাচীন ভারতে সুদ.....১২৪
৫. পারস্যে সুদ.....১২৬
৬. আরবে বাণিজ্যিক সুদ.....১২৬
৭. ইসলামী সভ্যতায় সুদের অনুপ্রবেশ.....১২৬

সপ্তম অধ্যায় : অন্যান্য ধর্ম, মতবাদ ও সংস্কৃতিতে সুদ নিষিদ্ধ # ১৩১

১. ইহুদি ধর্মে সুদ.....১৩১
২. খ্রিস্ট ধর্মে সুদ.....১৩২
৩. হিন্দু ধর্মে সুদ.....১৩২
৪. বৌদ্ধ ধর্মে সুদ.....১৩৩
৫. দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে সুদ.....১৩৩
৫.১ প্লেটো..... ১৩৩
৫.২ অ্যারিস্টোটল.....১৩৩
৫.৩ থমাস অ্যাকুইনাস.....১৩৪
৫.৪ জে. এম. কিনস.....১৩৪
৫.৫ আলবার্ট আনইস্টাইন.....১৩৪
৫.৬ কার্ল মার্কস..... ১৩৫
৫.৭ প্লুটার্ক.....১৩৫
৫.৮ সেক্সপিয়র..... ১৩৫
৫.৯ বাংলা সাহিত্য.....১৩৮

অষ্টম অধ্যায় : রিবা নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা # ১৩৯

১. রিবা আন-নাসিয়াহ্ হারাম হওয়ার হিকমত.....১৩৯
২. রিবা আল-বুয়ু নিষিদ্ধের হিকমত.....১৩৯
৩. ইমাম রাজির দৃষ্টিতে রিবা নিষিদ্ধের হিকমত.....১৪০
৪. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদের দৃষ্টিতে রিবা হারামের হিকমত.....১৪১
৫. ইমাম গাযালির দৃষ্টিতে রিবা নিষিদ্ধের কারণ.....১৪৫
৬. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি'র দৃষ্টিভঙ্গি.....১৪৬

নবম অধ্যায় : রিবা এর কুফল # ১৪৭

১. নৈতিক ও সামাজিক কুফল..... ১৪৭
১.১. রিবা মানুষকে স্বার্থপর ও কৃপণ বানায়..... ১৪৭
১.২. রিবা সমাজে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে..... ১৪৭
১.৩. রিবা শ্রমবিমুখতা ও অলসতা সৃষ্টি করে. ১৪৮
১.৪ রিবা নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ.....১৪৮
১.৫ রিবা শ্রেণি-বৈষম্য সৃষ্টি করে.....১৪৯
১.৬ রিবা অনৈতিক ও অন্যায়.....১৪৯
২. রিবার অর্থনৈতিক কুফল..... ১৫০
২.১. সঞ্চয় ও মূলধন গঠনে রিবার প্রভাব.....১৫০
২.২ বিনিয়োগের ওপর রিবার প্রভাব.....১৫২
২.৩ উৎপাদনের ওপর রিবার প্রভাব.....১৫৮
২.৪ বণ্টনের ওপর রিবার প্রভাব.....১৬০
২.৫ রিবা অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে..... ১৬৩
২.৬ রিবা অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়..... ১৬৫
২.৭ রিবা বাণিজ্য-চক্র ও মন্দা সৃষ্টি করে.....১৬৬
২.৮ রিবার রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কুফল.....১৬৮

দশম অধ্যায় : রিবহ বা মুনাফা # ১৭১

১. রিবহ এর শাব্দিক অর্থ..... ১৭১
২. রিবহ এর পারিভাষিক অর্থ..... ১৭১
৩. মুনাফার বৈশিষ্ট্য.....১৭২
৪. সুদ ও মুনাফার পার্থক্য.....১৭৪
৫. মুনাফার সীমা.....১৭৪
৬. কেনাবেচা ও সুদভিত্তিক লেনদেনের পার্থক্য.....১৭৭

একাদশ অধ্যায় : সুদ হারাম বিতর্ক : যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি # ১৭৯

১. আল-কুরআনে রিবার সংজ্ঞা না থাকার যুক্তি..... ১৮০
২. জুলুম ও শোষণ প্রতিরোধের কারণে নিষিদ্ধ রিবা.....১৮২
৩. শুধু জাহিলি যুগের রিবা নিষিদ্ধ.....১৮৩
৪. উচ্চ সুদ হারের যুক্তি.....১৮৫
৫. ভোগ্যঋণ বনাম উৎপাদনশীল ঋণ.....১৮৬
৬. মুদ্রাস্ফীতিজনিত ক্ষতিপূরণ ও রিবা.....১৮৮
৭. চক্রবৃদ্ধি বনাম সরল সুদ.....১৯০
৮. ব্যক্তি বনাম প্রাতিষ্ঠানিক সুদ.....১৯১
৯. জমি ভাড়া দেওয়ার সাথে রিবার তুলনা.....১৯৩
১০. রিবা গ্রহণের অপরিহার্যতার তত্ত্ব আবিষ্কার.....১৯৩

দ্বাদশ অধ্যায় : অর্থনৈতিক সংকটের কারণ # ১৯৫

১. অর্থনৈতিক মন্দার কারণ বিশ্লেষণ.....১৯৫
২. পুঁজিবাদী অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি..... ১৯৫
৩. কৃত্রিম ও অবাস্তব লেনদেন.....১৯৬
৪. প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার প্রকৃতি.....৯৮৮
৫. সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ১৯৮
৬. ঋণনির্ভর অর্থব্যবস্থা ১৯৯
৭. মুনাফা সর্বোচ্চকরণের দর্শন.....১৯৯
৮. দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয়.....২০০
৯. ভোগবিলাস ও অপচয়.....২০২
১০. ফটকাবাজি ও জুয়ার প্রসার.....২০২
১১. লেনদেনের অস্বচ্ছতা.....২০৩
১২. আয়-বৈষম্য..... ২০৪
১৩. একচেটিয়া পুঁজি..... ২০৫
১৪. অর্থের অপব্যবহার.....২০৫

ত্রয়োদশ অধ্যায় : অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের কৌশল # ২০৭

১. আর্থিক সমস্যা সমাধান..... ২০৭
২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা.....২০৮
৩. কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি.....২০৯
৪. আয়-বৈষম্য হ্রাস ও সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন.....২০৯
৫. অর্থনৈতিক সুবিচার কায়েম.....২১০
৬. সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করা.....২১১
৭. দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ মানব সম্পদ.....২১১
৮. ভোগবিলাস ও অপচয় পরিত্যাগ.....২১২
৯. যাকাত বিধানের বাস্তবায়ন.....২১৩
১০. করজে হাসানা প্রবর্তন.....২১৪
১১. ইসলামী অর্থায়নে নিষিদ্ধ উপাদান.....২১৪
১১.১ রিবা বা সুদ.....২১৫
১১.২ গারার বা অনিশ্চয়তা ও প্রতারণা.....২১৫
১১.৩ ফটকা কারবার নিষিদ্ধ.....২১৫
১১.৪ বাজি রাখা ও কারবারি জুয়া..... ২১৬
১১.৫ মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মজুত করা.....২১৬
১১.৬ অর্থ পণ্য নয়, বিনিময়ের মাধ্যম..... ২১৭
১২. টেকসই অর্থনীতি বিনির্মাণে ইসলামী ব্যাংকিং.....২১৮
১২.১ অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ..... ২১৯
১২.২ অংশীদারিত্ব ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রবর্তন..... ২১৯
১২.৩ বাস্তব লেনদেন পদ্ধতির প্রবর্তন..... ২২০
গ্রন্থসূত্র.....২২২